২২

যৌন সংখ্যালঘুর অধিকার

দিনা এম সিদ্দিকী

প্রতি বছর বাংলাদেশের যৌন সংখ্যালঘু মানুষেরা ঠিক কী পরিমাণ অধিকার বঞ্চিত হয় এবং এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় বা অরাষ্ট্রীয় জনপ্রতিক্রিয়ার ধরন কী কিংবা বৈশিষ্ট্য কেমন তা বোঝা কঠিন। কারণ এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য খুব একটা পাওয়া যায় না। এই অধ্যায়ে সমকামী বা সমপ্রেমী জনগোষ্ঠী এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশের মানবাধিকার ডিসকোর্সের প্রধান স্রোতে যৌন সংখ্যালঘুর অধিকার বিষয়ক আলোচনা শুরু করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত নিচের আলোচনায় এটা পরিষ্কার হবে যে, প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত কেবল সীমিতই নয়, বরং খুব বেশি রকম একপেশে এবং পুরুষকেন্দ্রিক। অধিকাংশ তথ্য শুধু পুরুষ সমকামী অর্থাৎ পুরুষ-পুরুষ সম্পর্ক বিষয়ে কিংবা কখনও হিজড়া গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোকপাত করে। কিন্তু এ যাবৎকালে নারী সমকামী বা উভকামী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে খুব কম তথ্যই জানা গেছে।

সার্বিক পরিস্থিতির একটি বিশ্লেষণ

বহুবিধ কারণে বাংলাদেশের যৌন সংখ্যালঘুদের বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত তথ্য খুবই সীমিত, যেমন– প্রকাশ্যে যৌনতা বিষয়ক আলাপে সামাজিক নিষেধাজ্ঞা, রীতি-বহির্ভূত যৌনতার প্রতি ঘৃণা, এর সাথে রয়েছে যৌন সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিকভাবে অদৃশ্য থাকা ইত্যাদি। সে কারণে প্রায় সব মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের কাছেই এই কিছদিন আগ পর্যন্ত যৌন অধিকার বিষয়টি তাদের লক্ষ্যের আবশ্যিক অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়নি।

কোনো একটি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করার সমস্যা– বিষয়টি আরো জটিল করে তোলে। রীতি-বহির্ভূত যৌনচর্চা এবং যৌনসত্তা সবসময় স্বতন্ত্র পরিচয়ের উৎস হয় না। বরং একটি স্পেকট্রামের অংশ হিসেবে বিরাজ করে।[১] আত্মপরিচিতির সংজ্ঞায় যেন যৌনতা নির্ধারক ভূমিকা নিতে পারে না; কারণ, রীতি-বহির্ভূত যৌনতা জনসমক্ষে স্বীকার করা হয় না বা সাংস্কৃতিক পরিসরে তার কোনো জায়গা হয় না (অর্থাৎ অধিপতি সংস্কৃতি যৌন সংখ্যালঘুদের ধারণ করে কিন্তু প্রকাশ্যে স্বীকার করে না)। তাদের কোনো স্বতন্ত্র গোষ্ঠী মনে করা হয় না বা কোনো সম্প্রদায়ের অংশ মনে করা হয় না। আত্মপরিচয় স্বীকৃত হিজড়া (উভলিঙ্গ মানুষজন) একমাত্র ব্যতিক্রম।

লক্ষণীয়, ১৯৮০-র দশকে এইচআইভি/এইডস্ বৈশ্বিকভাবে আলোচ্য প্রসঙ্গ হয়ে উঠলে এবং 'অতি ঝুঁকিপূর্ণ' গোষ্ঠীগুলো নিয়ে উদ্বেগের প্রেক্ষিতে যৌনতা নিয়ে আলোচনার এবং কর্মতৎপরতার পরিসর তৈরি হয়। এ সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা কোনো না কোনোভাবে চিকিৎসা সংক্রান্ত হওয়ার পরেও এটা বিষয়টাকে দৃশ্যমান করতে এবং সচেতনতা তৈরি ও উদ্বুদ্ধকরণের সুযোগ তৈরি করে।

সাংবিধানিক সুরক্ষা

বাংলাদেশে রীতি-বহির্ভূত যৌনতার কোনো সাংবিধানিক বা আইনি স্বীকৃতি নেই কিংবা যৌনচর্চার ভিত্তিতে সম্ভাব্য বৈষম্যের বিরুদ্ধে কোনো রক্ষাকবচও নেই। ১৮৬০ সালে ব্রিটিশরা যে পেনাল কোডের ৩৭৭ ধারা তৈরি করে তা এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে 'প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধ যৌনাচার'-এর বিরুদ্ধে; এটি এমন একটি বিবৃতি যা রীতি-বহির্ভূত যৌনতাকে অপরাধ হিসেবে ব্যাখ্যা করে। এই ধারা আপাত অর্থে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ হলেও সাধারণত এটা পুরুষকেই নির্দেশ করে।

উল্লেখযোগ্য, এইচআইভি/এইডসের ওপর বাংলাদেশে বেশ প্রগতিশীল/জাতীয় নীতিমালা বিদ্যমান। ১৯৯৭ সালে পাস হওয়া এই নীতিমালা এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ করে, যার মধ্যে গোপনীয়তার অধিকার, স্বাস্থ্যসেবায় বৈষম্যহীন প্রবেশাধিকার ও সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে।

---

১ দেখুন : আদনান হোসেন, *বাংলাদেশ সেক্সুয়াল মাইনরিটিজ এনসাইক্লোপেডিয়া* এবং শরফুল ইসলাম খান ও অন্যান্য, 'এমএসএম'স সেক্সুয়াল রিলেশানস ইন বাংলাদেশ', *কালচার, হেলথ অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি* অংশে।

স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি

যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, আইনিভাবে দৃশ্যমান না থাকা যৌন সংখ্যালঘুদের জন্য কতকটা মুক্ততার পরিবেশ তৈরি করে। কিন্তু একইসাথে কোনো কোনো গোষ্ঠীর জন্য আইনি অস্বীকৃতি প্রাত্যহিক জীবনে ব্যাপক সমস্যা তৈরি করতে পারে।

'বাঁধন' একটি সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থা। তারা 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসেবে হিজড়াদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দাবি করে এবং এও দাবি করে যেন সরকার তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় নিশ্চিতকারী পরিচয়পত্র দেয়। এদিকে পরিষ্কারভাবে তাদের স্বতন্ত্র লিঙ্গ পরিচয় প্রমাণ করতে না পারায় নির্বাচন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পুরুষ অথবা নারী কোনো লাইনেই তারা দাঁড়াতে পারে না। উত্তরাধিকার আইনে পুরুষ ও নারীর বৈষম্যপূর্ণ অধিকার থাকায় হিজড়ারা উত্তরাধিকার নিয়ে সমস্যায় পড়েঃ হিজড়া যেহেতু পুরুষ অথবা নারী কোনোটাই নয় তাই পুত্রও নয় কন্যাও নয়। তাই তাদের উত্তরাধিকার নির্ণয় জটিল হয়ে পড়ে।

যথেচ্ছ গ্রেফতার ও হাজতবাস

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে চার দশকে ৩৭৭ ধারায় মাত্র একটি মামলা হয়েছে। কিন্তু আইন প্রয়োগকারী সংস্থার এই আইন ভঙ্গ হয়েছে– এমন অভিযোগ উত্থাপনের মাধ্যমে ভয়ভীতি দেখানো এবং উত্যক্ত করার নজির রয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট মানুষজনদের তাদের অভিব্যক্তির মুক্তচর্চা ও ব্যবহারকে বাধাগ্রস্ত করেছে।[২] বাস্তবে 'বন্ধু'র কাছে বা 'বন্ধু' (নিচে দেখুন) নিজে অভিযোগ করেছে এমন কোনো ঘটনায় ৩৭৭ ধারার সরাসরি সংযুক্তি পাওয়া যায়নি, যদিও এই আইনের আওতায় আটকের/গ্রেফতারের হুমকি দেয়া হয়ে থাকতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য, ফৌজদারি আইনের ৫৪ ধারা ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের ৮৬ ধারা (অন্যান্য মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের প্রযোজ্য ধারাগুলো) জন-অঙ্গনে ব্যক্তিদের বিড়ম্বনা ও হয়রানি করতে অপব্যবহার করা হয়। এই অবস্থা যৌনকর্মী ও অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর জন্য ভিন্ন নয়; যেখানে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই ৫৪ ধারায় তাদের আটক রাখা হয়। আইনজ্ঞ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো ৫৪ ও ৮৬ ধারার প্রতি

২ দেখুন : নজরানা ইমান এবং এটিএম মোরশেদ আলম, রিভিউ পেপার এনালাইজিং দি এক্সিসটিং লিগ্যাল অ্যান্ড পলিসি প্রোভিশানস অ্যান্ড প্রাকটিস টু হিউম্যান রাইটস ইন রিলেশান টু পিপল লিভিং উইথ এইচআইভি/এইডস ইন বাংলাদেশ, অপ্রকাশিত গবেষণা, আসক ২০০৮।

আপত্তি সম্পর্কে সরব হলেও তারা যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর ওপর এই ধারাগুলোর ব্যবহার বিষয়ে সাধারণত নীরব।[৩]

সমকামী পুরুষ ও হিজড়াদের উত্ত্যক্তকরণ ও তাদের প্রতি সহিংসতার নজির

সেবা সহায়তা দাতা প্রতিষ্ঠান 'বন্ধু'র সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে করা টেবিল-২২ নির্দেশ করে সমকামী পুরুষ ও হিজড়া মানুষজনকে কীভাবে উত্ত্যক্ত/হয়রানি করা হয় এবং তারা কী ধরনের সহিংসতার শিকার হন। এ ধরনের বিষয় প্রায়শই আলোচনায় আসে না এবং অনুমান করা যায় সঠিক সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি।

সারণি ২২.১ : ২০০৮ (জুলাই ১৬ পর্যন্ত)-এ সমকামী পুরুষদের ওপর নির্যাতন ও সহিংসতা

আক্রমণকারী / আক্রমণের ধরন	পুলিশ	র‍্যাব	মাস্তান/উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি	অন্যান্য	পরিবারের সদস্য	মোট
মারধর	৫	-	৯	৭	-	২১
মারধর এবং তাড়া করা	-	-	৪	-	-	৪
জন-অঙ্গন থেকে বলপূর্বক অপসারণ	৩	১	১	-	-	৫
বলপ্রয়োগে যৌন কর্মে লিপ্ত করা	১	-	১	-	-	২
আত্মহত্যা	-	-	-	-	১	১
মোট	৯	১	১৫	৭	১	৩৩

'বন্ধু'র রেকর্ড থেকে দেখা যায়, সমকামী পুরুষ প্রধানত শারীরিক আক্রমণ বা মারধরের শিকার হয়। এরপরেই আছে যথাক্রমে ধর্ষণ বা বলপূর্বক যৌনকর্মে লিপ্ত করা, পাবলিক পরিসর থেকে তাড়িয়ে দেয়া। আক্রমণকারীরা প্রধানত স্থানীয় মাস্তান, এর পরেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সদস্যরা প্রধানত পুলিশ। আক্রমণকারীদের মধ্যে স্থানীয় জনসাধারণ তুলনামূলকভাবে কম কিন্তু একেবারে অনুপস্থিত নয়। একটি ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, পরিবারের সদস্যদের হুমকি-ধামকির পরিণতিতে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।

৩ দেখুন : যৌন সঙ্গী কর্তৃক সহিংসতা, উত্তরাধিকারের দাবী এবং জোরপূর্বক বিয়ে– এরুপ বিষয়ে আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য আসেকর কাছে বন্ধু সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার সোসাইট কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন।

সমকামী পুরুষের ওপর যে ধরনের আক্রমণের প্রমাণ পাওয়া যায় তা থেকে সঙ্কেত পাওয়া যায় এই মানুষজন, হিজড়া এবং অন্য যৌন সংখ্যালঘুরা কতটা প্রাত্যহিক বিপদের মধ্যে থাকে। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ব্যক্তিকে আক্রমণ করা হয়েছে তাদের 'মেয়েলি' ব্যবহারের জন্য অর্থাৎ কেবল তাদের উপস্থিতির মাধ্যমে সামাজিকভাবে কাম্য 'পৌরুষ'কে চ্যালেঞ্জ করার জন্য। একইসাথে 'মেয়েলি' ব্যবহারকেই যৌন আক্রমণ ডেকে এনেছে বলে মনে করা হয়। ফলে যৌন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা আক্রমণের দ্বিতীয় প্রধান কারণ হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে। সমকামী পুরুষ ও হিজড়ারা একই গ্রন্থিবদ্ধ; একবার তাদের পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার পরে তারা যেন বিষমকামী পুরুষের যৌন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের অধিকার হারায় এবং তারা (বিষমকামী পুরুষ) নিজেদের যৌন সংখ্যালঘুদের যৌনসেবা পাওয়ার ন্যায্য দাবিদার মনে করে।

যৌনসেবা গ্রহণ করার পরবর্তী সময়ে মূল্য পরিশোধের বদলে সহিংস আচরণ ও চাঁদাবাজির অভিযোগ পাওয়া সাধারণ ঘটনা। হিজড়ারা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ্যভাবে 'মেয়েলি' এবং তারা যে কোনো ধরনের চাকরির সুযোগ থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত; ফলে তাদের জন্য যৌনশ্রম আয়ের সবচেয়ে সহজ রাস্তা, যেহেতু এই পেশা গ্রহণে কোনো বাধা নেই বলা যায়। মোটের ওপর সমকামী পুরুষ ও হিজড়াদের জন্য সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা আইনি সহায়তা ও নিরাপত্তা অপর্যাপ্ত।

বক্স ২২.১ : কেস স্টাডি নির্যাতন চাঁদাবাজি (ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কারণে নাম পরিবর্তন করা হয়েছে)

অঞ্জন উত্তরাধিকার হিসেবে দুই শতাংশ জমি পেয়েছে। তার বড়ভাই আমজাদ তার কাছে এই জমি বিক্রির জন্য চাপ দেয়। অঞ্জন প্রথমে প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু ঘটনাচক্রে সে দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। একমাস পরে আমজাদ তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে অঞ্জনের বাড়িতে এসে অঞ্জন ও তাদের মাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। যখন তারা বাড়ির আসবাবপত্র বাইরে ছুড়ে ফেলছিল তখন স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়ে এর প্রতিবাদ করে।

অঞ্জন আশা নিয়ে 'বন্ধু'র কাছে আসে যে, তারা চাপের মুখে করা চুক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য করতে পারবে। 'বন্ধু' স্থানীয় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করতে সাহায্য করার প্রস্তাব দেয়। যা হোক 'বন্ধু'র সাথে অঞ্জনের যোগাযোগের বিষয় শুনতে পেয়ে তার বড় ভাই তার আগের অবস্থান থেকে পিছু হটে। সে স্থানীয় মুরব্বিদের মাধ্যমে একটা মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করে। আমজাদ তার ছোট ভাইয়ের হাতে একটি লিখিত চুক্তিপত্র দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে যে জমির জন্য সে আর অঞ্জনকে চাপ দেবে না।

এটি কোনো আইনি বা সামাজিক বৈষম্যের ঘটনা না হলেও এটা পরিষ্কার যে, আমজাদের উপলব্ধি হলো যেহেতু অঞ্জন 'মেয়েলি' তাই ছেলে হিসেবে তার উত্তরাধিকারপ্রাপ্তির আইনি অধিকার নেই; তাই ঐ জমির নৈতিক মালিকানা তারই (আমজাদের)।

উপসংহার

রীতি-বহির্ভূত 'অনৈতিক' যৌনাচারী বা অধিপতি পরিচয়ের বাইরে যৌন পরিচয়ের ব্যক্তিদের (যেমন, সমকামী নারী ও উভকামী জনগোষ্ঠী) প্রতি বৈষম্যের বা বৈষম্যের ঘটনা নিয়ে কোনো গবেষণা নেই। হিজড়া ব্যতীত অন্যদের প্রতি বৈষম্য অদৃশ্য ও অনুক্ত।

টীকা*

'স্বপ্রভ' সমকামী ও উভকামী নারীদের সংগঠন এবং 'বয়েজ অব বাংলাদেশ' সমকামী পুরুষদের সংগঠন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ ও নিজস্ব উদ্যোগে কর্মশালা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি ভিন্ন প্রকাশ্য কোনো আলোচনায় তাদের উপস্থিতি নগণ্য। ব্যক্তিগত যোগাযোগের ভিত্তিতে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে যে, এই দুই সংগঠনের সদস্যরা প্রায়ই সামাজিক ও পারিবারিক নিগ্রহের শিকার। শারীরিক অত্যাচারের পাশাপাশি মানসিক নির্যাতন একটি নিত্যদিনকার ঘটনা : 'আকাশী (ছদ্মনাম) তেইশ বছরের কলেজছাত্রী। পারিবারিকভাবে তাকে কয়েক বছর ধরেই বিয়ের জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে। আকাশী সমপ্রেমী, সে তার সহপাঠিনীকে ভালোবাসে। পারিবারিকভাবে জানাজানি হওয়ার পর থেকে আকাশীর বাইরে যাওয়া বন্ধ, জোরপূর্বক তাকে মেয়েলি পোশাক পরতে বাধ্য করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত মানসিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় তার পরিবার। ফলাফল এই, আকাশী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

১৯৭৫ সালের আগে পর্যন্ত সমকামিতা বা সমপ্রেমকে চিকিৎসা শাস্ত্র একপ্রকার অসুখ মনে করলেও গত তিন দশক যাবৎ সমস্ত চিকিৎসা শাস্ত্র সমপ্রেমকে বিষমপ্রেমের মতোই স্বাভাবিক যৌনাচার এবং সম্পর্ক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আসছে। বাংলাদেশের সমাজ, পরিবার ও চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিসরে এই স্বীকৃতি এখনও অদৃশ্যমান।

**এ অংশটি নাসিমা সেলিম অলীক কর্তৃক সংযোজিত*

†hŠb msL¨vjNi AvaKvi 245

অনুবাদ : এস. এম. রেজাউল করিম